এই বিলাসবতী চরিত্রটি বাঙলা সাহিত্যে অভিনবত্ব দাবী করতে পারে। তুচ্ছ বারবিলাসিনী নারীর অন্তরেও যে প্রেমের বিপুল ঐশ্বর্য বর্তমান থাকতে পারে, নারী চরিত্রের এই নববৈশিষ্ট্য মধুসূদনই সর্বপ্রথম বাঙলা সাহিত্যের আসরে ঘোষণা করেন এই বিলাসবতী চরিত্রটি অঙ্কনের দ্বারা। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র প্রমুখ ঔপন্যাসিকেরা সে সত্যকেই আর একদিক থেকে উদ্ঘাটিত করেছেন। মধুসূদন বিলাসবতীকে জগৎসিংহের রক্ষিতারূপে দেখিয়েছেন। কিন্তু তার নারী হৃদয় এই পরিচয়ের ক্ষুদ্রতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, সত্যসত্যই জগৎসিংহকে ভালবেসেছে। এমন কি জগৎসিংহকে ব্যভিচারী লম্পট জেনেও তার হৃদয়কে সে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেনি। প্রথমেই তার স্বগতোক্তি ঃ "ভাল—আমি এ লম্পট জগৎসিংহের প্রতি এত অনুরাগিণী হলেম কেন? এ নবযৌবনের ছলনায় যাকে চিরদাস কর্ব্বো মনে করেছিলাম পোড়া মদনের কৌশলে আমিই আবার তার দাসী হলেম যে!" এই কারণেই সে কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে জগৎসিংহের বিবাহের সম্ভাবনায় নিরতিশয় দুঃখিত হয়েছে এবং যুদ্ধের অভিযানের প্রাক্কালে সত্যসত্যই কাতর হয়েছে। বিলাসবতী চরিত্রটির এই অন্তর ঐশ্বর্য তার পূর্বপরিচয়ের মধ্যেই নিহিত আছে। জগৎসিংহের রক্ষিতা হবার পরে যথেষ্ট ভোগবিলাসের অবসরেও পূর্বজীবনের দারিদ্র্যোজ্জ্বল পবিত্রতার প্রতি তার মনের শ্রদ্ধা জাগরূক ছিল। ধনদাসকে তিরস্কার করে সে বলেছে "তুমিই না অর্থের লোভে আমার ধর্ম নষ্ট করলে? আমি যদিও দুঃখী লোকের মেয়ে, তবুও ধর্মপথে ছিলেম। এখন, ধনদাস, তুমিই বল দেখি, কোন দুষ্ট বেদে পাখীটিকে ফাঁদ পেতে ধরে এনে এ সোনার পিঞ্জরে রেখেছে।" পূর্বপরিচয়ের এই ভিত্তিই চরিত্রটিকে অবাস্তবতার হাত থেকে রক্ষা করেছে।

মদনিকা

মদনিকা বিলাসবতীর সহচরী সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় সে এ-চরিত্রটিও বিলাসবতীর মত রূপোপজীবিনী। কিন্তু চরিত্রটিকে মধুসূদন ভিন্নভাবে পরিকল্পিত করেছিলেন। তার প্রমাণ, কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে মদনিকা চরিত্রটি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ঃ "That মদনিকা will play the Deuce with ধনদাস।" এবং একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, নাট্য-ঘটনা নিয়ন্ত্রণে মদনিকা সত্যসত্যই অভাবিত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। কর্মতৎপরতার এই নিদর্শনে মদনিকা চরিত্রটি বাঙলা সাহিত্যে বিশিষ্টতা দাবী করতে পারে। রাজনৈতিক ঘটনাবর্তে তার ক্ষুরধার বুদ্ধি, সূক্ষ্ম চাতুর্য এবং সর্বোপরি তার দুঃসাহসিক অভিযান আমাদের যুগপৎ মুগ্ধ এবং বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলে। বিলাসবতীর প্রতি তার অকৃত্রিম অনুরাগ এবং অনাবিল প্রীতিই তাকে এ-কাজে প্রবৃত্ত করেছে। অবশ্য ধনদাসের দুষ্ট বুদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ জানানোর প্রবৃত্তিও এ-বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে। মদনিকার কর্মতৎপরতা জয়পুর থেকে উদয়পুর এবং পুনরায় উদয়পুর থেকে জয়পুরে বিস্তৃত হয়েছে। কখনো বা সে মরুদেশের রাজা মানসিংহের দূতীর ছদ্মবেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে কৃষ্ণকুমারীকে মানসিংহের প্রতি অনুরাগিণী করে তুলেছে, আবার পরক্ষণেই মদনকুমারের ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণের ছলে ধনদাসকে ঠকিয়েছে এবং তাকে বিপদে ফেলেছে, আর এই বেশেই মরুদেশের দূতের সঙ্গে ধনদাসের বিবাদ ঘটিয়েছে। এ-প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কৃষ্ণকুমারীর ট্র্যাজেডি যদিও রাজনৈতিক

Scanned with CamScanner

ঘনঘটার ফলশ্রুতি, তথাপি নাট্য-ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে প্রধানত মদনিকার কর্মতৎপরতার দ্বারাই।

মদনিকা চরিত্রের এই কর্মতৎপরতার লক্ষণ ছাড়াও আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মদনিকার চরিত্রে একটি সদাজাগ্রত কৌতুকবোধ দেখা যায়। সহচরীর প্রবল বিপদের মুখে এবং তার নিজের দুরন্ত দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্যেও তার কৌতুকপ্রিয়তার মৃত্যু ঘটেনি। ধনদাসকে সে যতখানি পর্যুদস্ত করেছে, তার সবখানিই প্রতিশোধ নেবার বাসনা নয়, তার পিছনে তার দুষ্টবুদ্ধির হাস্যপ্রবণতাও অনেকখানি দায়ী। এমনকি সে নিজেই নিজের কৌশল, ছদ্মবেশ ধারণ ইত্যাদি ব্যাপারে হাস্য সংবরণ করতে পারেনি। মদনিকা চরিত্রের বুদ্ধিতৎপরতা, কর্মকুশলতা এবং কৌতুকপ্রিয়তা—এই ত্রিবিধ গুণপনার জন্যই সম্ভবত মধুসূদন লিখেছিলেন "But the Madnika is my favourite"। সত্য সত্যই এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে, এ চরিত্রটি অঙ্কনে মধুসূদন যথেষ্টই খুশী হয়েছিলেন। চরিত্রটি আঁকতে গিয়ে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে এই নামটি (শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকের' এক পরিচারিকার নাম মদনিকা) ছাড়া আর কোন সাহায্য নিয়েছেন বলে মনে হয় না। কারণ, তাঁর মতে আমাদের দেশের মেয়েরা বিশেষ কর্মতৎপর নয়। মনে হয়, এ চরিত্রটি অঙ্কনে মধুসূদন ভারত ইতিহাসের মুসলমান নারী চরিত্রগুলিকে স্মরণে এনেছিলেন। কেননা ইসলামী বিষয়বস্তু অবলম্বনে নাট্য রচনা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন ঃ "Their women are more cut out for intrigue than ours." মদনিকা চরিত্রেও এই লক্ষণ স্পষ্ট। এ ছাড়া চরিত্রটির পিছনে শেক্‌স্‌পীয়রের রোসালিণ্ড এবং পোর্সিয়ার প্রভাবও আছে। মদনিকা চরিত্রের বুদ্ধি, কৌতুকপ্রিয়তা এবং কর্মকুশলতার সঙ্গে এই চরিত্র দুটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। রোসালিণ্ডের পুরুষ বেশ ধারণের সঙ্গে এবং পোর্সিয়ার বুদ্ধি কৌশলের লক্ষণের সঙ্গে মদনিকার চরিত্র্য-বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট মিল রয়েছে। তবে চরিত্রটির বুদ্ধি, কৌতুকরঙ্গ এবং কর্মিষ্ঠাগুণের শক্তি কিন্তু তার হৃদয়টিকে আড়াল করে রাখেনি। বস্তুত এই হৃদয়ের প্রকাশেই চরিত্রটি আমাদের মনে চিরস্থায়ী আসন পেতে বসে। বিলাসবতীর প্রতি তার প্রীতি খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু রাজকুমারী কৃষ্ণার প্রতি তার মনের ভালবাসা অত্যাশ্চর্য। কৃষ্ণকুমারীর জীবনের প্রতি তার মমতা তার উক্তিতেই প্রকাশ পেয়েছে ঃ ("যাব বটে, কিন্তু রাজনন্দিনীকে ছেড়ে যেতে প্রাণটা যেন কেমন করে। হে পরমেশ্বর, এই যে আমি বনে আগুন লাগিয়ে চললেম, এ যেন দাবানলের রূপ ধরে এ সুলোচনা কুরঙ্গিনীকে দগ্ধ না করে। প্রভু তুমিই একে কৃপা করে রক্ষা করো।") ধনদাসের লাঞ্ছনাতেও সে সহানুভূতি প্রকাশ না করে থাকতে পারে নি। তার চরিত্রের এই অকৃত্রিম মানবতাই তাকে সাধারণ একজন পণ্যা নারীর সহচরী থেকে নিত্যকালের সৃষ্টি করে তুলেছে। চরিত্রটির এই অসাধারণত্ব প্রকাশ করাতেই মধুসূদনের কৃতিত্ব।

Scanned with CamScanner

সুবাদ নষ্ট করে, ঐ দুষ্ট যবন দলও সেইরূপ অন্যের পরিণাম করেছে।

ধনদাস

এরপরেই এ নাটকের একটি অন্যতম প্রধান চরিত্র ধনদাসের উল্লেখ করা যায়। ধনদাসই এ-নাটকের একমাত্র খলচরিত্র (villain) এবং বস্তুতপক্ষে তার এবং মদনিকার ক্রিয়াশীলতাতেই নাটকের ঘটনাবলী গতিলাভ করেছে। উভয়ের এই সক্রিয়তার দিকে প্রথমাবধিই মধুসূদনের লক্ষ্য ছিল। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য ঃ "That মদনিকা will play the Deuce with ধনদাস।" এছাড়া তিনি ধনদাস সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবেই লিখেছেন ঃ "As far Dhanadas, I never dreamt of making him the counterpart of Yago. The plot does not admit of such a character, even I could invent in–which I gravely doubt ! * * * * Dhanadas is an ordinary rogue, indeed, but he will do admirably, if you take him by the hand !" সুতরাং ধনদাস চরিত্রটি সম্পর্কে নতুন কিছুই প্রায় বলার নেই। চরিত্রটি একমুখী, কোন জটিলতার দ্বারা চিহ্নিত নয়। অর্থলোভের আকাঙ্ক্ষা এবং কামবাসানাই তার মধ্যে প্রবল আকারে দেখা গিয়েছে। তবে এই বাসনা এবং আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতার জন্য তার বুদ্ধি কৌশলের প্রয়োগ লক্ষণীয়। তবে জীবনের মোক্ষরূপে অর্থলোভকেই সে বেছে নিয়েছে। সময় এবং সুযোগমত নারীসঙ্গলাভে উৎসাহী হয়েও কোন সময়েই কিন্তু সে-সঙ্গের মোহে ধনদাস তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চায়নি। বিলাসবতীর প্রতি তার কামনাকে সে যথা সম্ভব গোপন করেই রেখেছিল। এর কারণ, রাজার প্রসাদের জন্যই সে গৃহস্থ কন্যা বিলাসবতীকে বারযোষিতে পরিণত করেছে এবং বিলাসবতীকে রাজার ভোগে লাগিয়ে সে ভবিষ্যতের আখের গুছিয়ে নিতে চেয়েছে। তার এই অর্থলোভের স্পৃহা এতই তীব্র যে, জগৎসিংহের যুদ্ধযাত্রার সুযোগে যখন সে বিলাসবতীকে প্রেম নিবেদন করেছে, তখনো তার মনে বিলাসবতীর গচ্ছিত অর্থ আত্মসাতের চিন্তা দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে তার চিন্তায় বিবেকের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। তার মতে "আরে, একালে কি নিতান্ত সরল হলে কাজ চলে? কখন বা লোকের মিথ্যা গুণ গাইতে হয়। কখন বা লোকের অহেতু দোষারূপ কত্তে হয়। কারো বা দুটো অসত্য কথায় মন রাখতে হয়। আর কারু কারু মধ্যে বা বিপদ বাধিয়ে দিতে হয়, এই ভবসংসারের নিয়ম, অর্থাৎ যেমন করে হোক আপনার কার্য উদ্ধার করা চাই। তা না করে যে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলে, সেটা কি মানুষ? হুঁ তার মন ত বেশ্যার দ্বার বল্লেই হয়। কোন আবরণ নাই ঃ যার ইচ্ছা সেই প্রবেশ কত্তে পারে। এরূপ লোকেরও ইহকালে অন্ন মেলা ভার। অর পরকালে— পরকাল কি? পরকালে বাপ নির্ব্বংশ আর কি? হা হা!"

কিন্তু তার এই তীক্ষ্ণ বাস্তব বুদ্ধিও মদনিকার চাতুর্যের কাছে পরাজিত হয়েছে। উদয়পুরে তার দৌত্য একপ্রকার মদনিকার কৌশলেই ভ্রষ্ট হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত জগৎসিংহের কাছে ঐ মদনিকাই তার স্বরূপ উদঘাটন করে দিয়েছে। এর ফলে সে যথেষ্ট দুর্গ্রহ ভোগ করেছে। তার বহু কষ্ট এবং কৌশলার্জিত অর্থ বাজেয়াপ্ত হয়েছে এবং তাকে ভিক্ষুকের বৃত্তি গ্রহণ করতে

হয়েছে। তবে চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ধনদাসের চরিত্রে যে পরিবর্তন মধুসূদন দেখিয়েছেন, তার বাস্তবতা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে। কারণ, পূর্বাপর ধনদাস চরিত্রটির মধ্যে স্বার্থসিদ্ধির যে হীন প্রচেষ্টা দেখা যায়, তার পরিবর্তন এমন আকস্মিকভাবে সম্ভব নয়। অবশ্য মদনিকা চরিত্রটির গভীর মানবিকতা উদঘাটনের দিক থেকে এ-পরিবর্তন নাটকের মধ্যে স্বীকৃতি পেতে পারে। চরিত্রটি অঙ্কনে মধুসূদন সম্ভবত "Appius and Virginia" নাটকের Marcus Clodius চরিত্রটি এবং "Emilia Galotti নাটকের Marinelli চরিত্রটি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকবেন। ক্লডিয়াস এবং মারিনেল্লি—উভয়েই খল চরিত্র। ক্লডিয়াস তার বন্ধু এবং ভাগ্যপরিবর্তনের সহায়ক Appius-এর Virginia-র প্রতি কামবাসনাকে চরিতার্থ করার বিষয়ে সাহায্য করতে সচেষ্ট হয়েছে। তবে নাট্য ঘটনার পার্থক্যের জন্য ক্লডিয়াসের সঙ্গে ধনদাসের সম্পূর্ণ তুলনা করা যায় না। মারিনেল্লিও তার বন্ধু এবং প্রভু Prince-এর জন্য এমিলিয়ার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য সুন্দরী নারী-সন্ধান এবং তাকে প্রভুর প্রাসাদে আনার চেষ্টার দিক থেকে মারিনেল্লি এবং ধনদাস একান্ত সদৃশ চরিত্র। তবে মারিনেল্লি একাধারে ধনদাস এবং মদনিকার ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

Scanned with CamScanner